**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সফলতা সমস্যা ও সম্ভবাবনা:**

**বিগত ৬ বছরে (২০০৯-২০১৪) এসসিএ’র সফলতা**

**খাদ্যে সয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে:**

\*ধান, গম ও আলুর ৫ লক্ষ টন বীজ প্রত্যয়ন

\* ধান, গম ও আলুর ৭৭ টি জাত অবমুক্তকরণ

\* বিগত ৪ বছরে চাল আমদানি হচ্ছে না বরং সুগন্ধি চাল ও আলু রপ্তানি হচ্ছে।

দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুরক্ষায়:

\*নতুন ৪টি আঞ্চলিক বীজ পরিক্ষাগার নির্মান ও ফসলের ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং ল্যাবের আধুনিকায়ন

\*দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কৃষক, বীজ ডিলার,বীজ উৎপাদক, কর্মকর্তা কর্মচারী সহ ৫ হাজারের অধিক ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ প্রদান

\* ১৫ লাখ ৮২ হাজার ৩৫ টন বীজের নমুনা পরীক্ষাকরণ

\*জাতের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে ৭ হাজার বীজ লটের গ্রো আউট টেস্ট সম্পাদন

\* প্রায় ৫ লাখ মে.টন বীজের বিপরিতে ৬ কোটির অধিক প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান।

**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সমস্যা ও সম্ভবনা:**

ভাল মা হলে যেমন ভাল সন্তান হয়, তেমনি ভাল বীজ হলে অবশ্যই ভাল ফলন হবে। বারবারই বীজ বিশেষজ্ঞরা যে কথাটি জোরালোভাবে বলে থাকেন তাহলো শুধমাত্র বীজের গুণগত মানের কারণে ফসলের ফলন ১৫ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে; আর যদি বীজের মান আশানুরূপ না হয়, তাহলে কখনো শতকরা ৮০-৯০ ভাগ ফলন বিপর্যয় হতে পারে।বীজের উপরের বাহ্যিক চেহারা আর গঠন ভাল কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শূণ্যের কাছে থাকলে সেই বীজ থেকে তেমন কোন ফলন আশা করা যায় না। হাইব্রীড বীজের বদলে যদি কখনো ইনব্রিড বীজের মিশ্রণ হয়ে থাকে বা কেউ বীজ ভেজাল করে থাকে তাহলে ফলন নেমে যেতে পারে একেবারে শূণ্যের কাছাকাছি, তাই বীজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভূমিকা অপরিসীম।কিন্তু আজও এই প্রতিষ্ঠানটির যেভাবে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার কথা সেটা হয়নি।অথচ বর্তমান সদাশয় সরকার কৃষি বান্ধব সরকার, সরকারে টাকা পয়সার কোন অভাব নেই, আর কৃষি সেক্টরে তো নেই বটেই; অথচ কৃষি উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত এই প্রতিষ্ঠানটি আজও সেই তিমিরে রয়ে গেছে। যাহোক বিভিন্ন সময়ে এসসিএ তে অনুষ্ঠিত সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আলোচনা থেকে যেসব সমস্যা উঠে এসেছে সেসব সমস্যার কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

 **(১)নামকরণে সমস্যা:** নামের সাথে “এজেন্সী” শব্দটি থাকার জন্যে প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকেই সরকারী প্রতিষ্ঠান মনে না করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মনে করেন এবং বিধিবদ্ধ এই অতীব জনগুরুত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে চান না। কউ এটাকে নিছক প্রাইভেট সংস্থা বলে মনে করেন।

**(২) জনবলের অভাব:** কৃষি ক্যাডারে বর্তমান সরকারের আমলে যুগান্তকারী রিভিজিটের মাধ্যমে সৃষ্ট ২৫১ জন ক্যাডার কর্মকর্তার মধ্যে এখনো অনেক পদ শূণ্য রয়েছে; ফলে প্রধান কার্যালয় সহ আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় গুলো জনবল সংকটে ভুগছে। এমন অনেক আঞ্চলিক ও জেলা দপ্তর আছে যেখানে একজনও সহযোগী কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত নেই। বরিশাল বিভাগের অবস্থা বেশী সঙ্গীন

**(৩)অপ্রত্যুল অর্থ বরাদ্দ:** বিভজিটের পরে পদসংখ্যা অনেক বাড়লেও সেভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়েনি ফলে এসসিএ’র সকল পর্যায়ে অর্থ সংকট বেশ প্র্রকট;

**(৪)জনবল বদলি ও পদায়নের সমস্যা:** ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়ন ও বদলি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ফলে এসসিএ’র চেইন অব কমা- এবং ডিসিপ্লিন বিঘিœত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অনেক দক্ষ কর্মকর্তার প্রকৃত সেবা থেকে প্রতিষ্ঠানটি বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র **“বীজ প্রত্যয়ন ক্যাডার”** প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে:

**(৫)যানবাহন সমস্যা:** প্রাধিকারভূক্ত ৭ জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ও প্রধান কার্যালয়ের ৩ জন অতিরিক্ত পরিচালক ও ১ জন পারিচালক সহ মোট ১১ জনের জন্যে ১১ টি গাড়ী থাকার কথা সেখানে গাড়ী সংকট রয়েছে। জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্যেও কোন প্রকার যানবাহন সরবরাহ সম্ভবপর হচ্ছে না।অথচ একই ক্যাডারের উপজেলা কৃষি অফিসারদের জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীর ব্যবস্থা রয়েছে।উপজেলা কৃষি অফিসাররা ৫ বছরের চাকুরি করার পরে চার চাকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী পাচ্ছেন আর একই ক্যাডারের জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারদের অনেকের চাকুরি ৩০ বছরের অধিক হলেও তারা কোন ধরনের যানবাহন পাচ্ছেন না।

**(৬) অফিসের আবাসন সমস্যা:** ৭টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে ৪টি অফিস বিদ্যমান আছে, যার কক্ষগুলোও জরাজীর্ণ। জেলা পর্যায়ে ৬৪টি অফিসের স্থলে মাত্র ২৯ টি অফিস বিদ্যমান আছে, যার কক্ষসমূহ অপ্রত্যূল ও ভগ্নদশায় জর্জরিত।

 **(৭) জমির অভাব:** নতুন জাত ছাড়করণের জন্যে এবং হাইব্রীড জাতের মূল্যায়নের জন্যে পর্যাপ্ত জমির অভাব রয়েছে। অত্র কার্যালয়ের অধীনে ১৭.৫৬ একর জমি আছে যার মধ্যে মাত্র ১২ একরের একটি কন্ট্রোল ফার্ম রয়েছে, যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নমুনার পরিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা দুরহ হয়ে পড়ছে।

**(৮) মার্কেট মনিটরিং এর জন্যে স্থায়ী আর্থিক কোড ও অর্থ বরাদ্দের সমস্যা:** মার্কেট মনিটরিং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর একটা অন্যতম কাজ; এর জন্যে বাজার হতে বীজ নমুনা ক্রয় করতে হয়, যার জন্যে প্রয়োজন নগদ অর্থের কিন্তু মার্কেট মনিটরিং এর জন্যে সরকারের রাজস্ব খাত হতে কোন স্থায়ী আর্থিক কোডের অধীনে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

**ভবিষ্যতের প্রত্যাশা:**

“ভাল বীজে ভাল ফসল এবং কেবল ভাল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন ২৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়তে পারে” এই সম্ভবনার উপরে ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে আধুনিকায়ন এবং যুগপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সদাশয় সরকার রিভিজিটের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ২৮৮ টি পদের বিপরিতে ৫৬৯ টি পদ সৃজন করেছে এবং ৫৩ টি ক্যাডার অফিসারের বিপরিতে ২৫১ টি পদ সৃজন করেছে।

  বাড়তি কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রত্যাশা পূরণ সহ তাদের যথাযথ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে **এসসিএ জোরদারকরণ প্রকল্প** এখন সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সদাশয় সরকারের অগ্রাধিকারভূক্ত খাত হলো “কৃষি” এবং “তথ্য প্রযুক্তি” এই দ্বিবিধ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যাশানুসারে Seed Certification’s Innovative Project(SCIP) প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এসসিএর এই দ্বিবিধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে অতি আধুনিকতা ও নান্দনিকতার ছোঁয়া লাগবে। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায়!!

“ভাল বংশে ভাল সন্তান সুধীজনে কয়

 ভাল বীজে ভাল ফসল জানিবে নিশ্চয়”!